পরিস্থিতি স্বাভাবিক, আজ থেকে ক্লাস

৩০০ জনের নামে পুলিশের মামলা

রাবি প্রতিনিধি
১৪ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম
| আপডেট: ১৩ মার্চ ২০২৩
১১:৫১ পিএম

advertisement

স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় টানা দুই দিন উত্তপ্ত থাকার পর অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এসেছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি। গতকাল সোমবার ক্যাম্পাসে কোনো বিক্ষোভে নামেননি শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা স্বাভাবিকভাবে চলবে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য। গতকাল রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়কে যানবাহন ছিল স্বাভাবিক। সকাল থেকে স্বাভাবিক হয় রাজশাহীর সঙ্গে সারাদেশের

advertisement

রেল যোগাযোগও। তবে শনিবার রাতে যে এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, সেই বিনোদপুর বাজারের প্রায় সব দোকান গতকালও বন্ধ ছিল।

সার্বিক বিষয়ে গতকাল ক্যাম্পাসে সংবাদ সম্মেলন করেন উপাচার্য অধ্যাপক গোলাম সাব্বির সাত্তার। তিনি মনে করেন, ‘ঘটনার প্রথমদিকে আমরা সবাই আরেকটু সচেষ্ট থাকলে হয়তো এতবড় ঘটনা ঘটত না।’ উপাচার্য বলেন, ‘ঘটনাটি বাসের কন্ডাক্টর ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকলে আমরা মিটিয়ে ফেলতে পারতাম। এর সঙ্গে (বিনোদপুরের) স্থানীয় কয়েকজন জড়িয়ে পড়ায় ঘটনাটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তারপরও আমাদের ছাত্রদের মধ্য থেকে একটি অংশ অবিবেচকের মতো কাজ করেছে। আমি মনে করি, তারা আমাদের ছাত্র নয়, তারা বহিরাগত দুষ্কৃতকারী। আমাদের ছাত্ররা সড়ক অবরোধ করবে বা আগুন জ্বালাবে, এটা আমরা চাই না।’

advertisement

শিক্ষার্থীদের দাবির প্রসঙ্গে উপাচার্য বলেন, ‘আমরা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছি। তাদের দাবি অনুযায়ী সন্ধ্যার পরে কোনো বহিরাগতকে আমরা ক্যাম্পাসে থাকতে দেব না। আর শতভাগ আবাসিকতার জন্য আমাদের দুটি হলের কাজ চলছে। চারটি হল প্রস্তাবনায় আছে। আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যয় আমরা বহন করছি। বিশ^বিদ্যালয়ের প্রবেশপথের সংখ্যা কমানো হবে। আর মেস মালিক সমিতির সঙ্গে আমরা বসব।’

এদিকে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয়দের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ একটি মামলা করেছে। এতে আসামি করা হয়েছে অজ্ঞাত ২৫০ থেকে ৩০০ জনকে। মামলায় বাদী হয়েছেন মতিহার থানার এসআই আমানত উল্লাহ।

‘আন্দোলন ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা চলছে’

বিশ^বিদ্যালয়ের আট ছাত্র-সংগঠন গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ তুলেছে, শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয়দের হামলার প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে যে আন্দোলন হয়েছে, তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার

চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন রাবি শাখার সভাপতি রায়হান আফরোজ স্বাক্ষরিত ওই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘রাতে (রবিবার) একটি গোষ্ঠী চারুকলা গেটসংলগ্ন রেললাইনে অবস্থান নিয়েছিল। যার ফলে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আমরা মনে করি, এটা কোনো আন্দোলনের চিত্র হতে পারে না। যারা সেখানে অবস্থান করেছেন, তারা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছেন বলে আমরা ধারণা করছি। তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।’

উল্লেখ্য, শনিবার বগুড়া থেকে বাসে করে রাজশাহী আসছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৭-১৮ সেশনের শিক্ষার্থী আলামিন আকাশ। বাসে সিট নিয়ে চালক শরিফুল ও সুপারভাইজার রিপনের সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনোদপুর গেটে আসার পরেও বিষয়টি নিয়ে ঝামেলা বাধে। এতে স্থানীয় কয়েকজন জড়িয়ে পড়েন। পরে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত স্থানীয়দের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত ৩ ছাত্রের চিকিৎসা ঢাকায়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজনের মধ্যে হওয়া সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হয়ে ৯০ শিক্ষার্থী রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। সুস্থ হয়ে ওঠায় তাদের অনেকেই গতকাল হাসপাতাল ছেড়েছেন। তবে চোখে গুরুতর আঘাত পাওয়া তিন শিক্ষার্থীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে।

এদিকে হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রে (আইসিইউ) থাকা পদার্থবিজ্ঞানের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী রাকিবুল হাসানকে গতকাল দুপুরে সাধারণ ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে। হাসপাতালের আইসিইউ ইনচার্জ আবু হেনা মোস্তফা কামাল জানান, রাকিবুলের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এখন তিনি শঙ্কামুক্ত। অক্সিজেন ছাড়াই তিনি কথা বলতে পারছেন। তাকে বেলা ২টার দিকে হাসপাতালের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে স্থানান্তর করা হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার সংঘর্ষের পর আহতাবস্থায় রাতেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয় শিক্ষার্থীকে হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে ভর্তি করা হয়। রাতেই তাদের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। তাদের মধ্যে তিনজনের চিকিৎসা রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আর সম্ভব নয় বলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে।

এই তিন শিক্ষার্থীর একজন মার্কেটিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের আলিমুল ইসলাম। তিনি চোখে পুলিশের ছোড়া কাঁদানে গ্যাসের সেল ও রবার বুলেটের আঘাত পেয়েছেন। ঘটনার রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। রাতেই তার চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। প্রথমে চিকিৎসকরা বলেছিলেন, রাজশাহীতেই তার চোখের চিকিৎসা হবে। কিন্তু আজ (সোমবার) উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউটে রেফার করা হয়েছে।

একইভাবে আঘাতে রেটিনার সমস্যা হওয়ার কারণে ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র মিসবাউল ইসলামকে। মিসবাউলও জানান, তিনি চোখে পুলিশের রবার বুলেটের আঘাত পেয়েছেন।

ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে আইন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আল আমিনকেও। তিনিও চোখে বুলেটের আঘাত পেয়েছেন বলে জানান।

হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফএম শামীম আহাম্মদ জানান, তিনজন ছাত্রের চোখের ‘ভিট্রিয়ল রেটিনাল ইনজুরি’ রয়েছে। রাজশাহীতে এর চিকিৎসা সম্ভব নয়। এ জন্য তাদের ঢাকায় জাতীয় চক্ষু ইনস্টিটিউটে পাঠানো হচ্ছে।